ইমরান-জেমিমা
বিচ্ছেদের সাতকাহন

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

একুশ বছরের বর্ণাঢ্য খেলোয়াড়ি জীবনে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের বহুবার আউট করেছেন অবলীলায়। দুরন্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি দুর্দান্ত ব্যাটিংও জানতেন। বিচক্ষণ দলপতি হিসেবে বিশ্বকাপ শিরোপা জিতে এনেছেন দেশের জন্য। এরপর গেছেন অবসরে।

'৯৫-এর এক আলো ঝলমলে দিনে শুরু করেছিলেন আরেকটি ইনিংস। ২২ গজের ক্রিজে সীমিত ওভারের ইনিংস নয়। এবারে যাবজ্জীবন দাম্পত্য ইনিংস। অন্তত তাই হবার কথা ছিল। কিন্তু না, তা হয়নি।

হিউ গ্রান্টকে যেমন আউট করতে পারেননি, তেমনি ঠিকমত খেলতে পারেননি সিতা হোয়াইটকে। ক্রিজের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পার্টনারের সঙ্গেও বোঝাপড়াটা ঠিক মত হয়নি। দাম্পত্য কেরিয়ারটা তাই ডাবল ফিগারে পৌঁছায়নি।

বলছি ইমরান খানের কথা। যিনি জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসে আউট হয়েছেন মাত্র ৯ রানে। এমন এক ম্যাচে, যেটি পুনরায় মেরামত করার আরেকটি সুযোগ তিনি আর পাবেন না।

বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েই ইমরান পালিয়ে গেছেন পাকিস্তানের উত্তরে হনজু উপত্যকায়। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভিত নৈসর্গিক পরিবেশে সুউচ্চ কারাকোরাম পর্বতমালার মাঝে বসে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণ হয়তো এড়াতে পারবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এমনই যে, এই সবুজ উপত্যকাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে মধুচন্দ্রিমার স্মৃতি। নব পরিণীতা স্ত্রী জেমিমাকে নিয়ে ঠিক এখানেই এসেছিলেন ইমরান। নয় বছর পর আবার এলেন, এবার একা।

ক্রিকেট ম্যাচের শেষে ম্যাচ পর্যালোচনার মতো ইমরান-জেমিমার বিচ্ছেদ নিয়েও বিশ্লেষণ চলছে। কেন এতো তাড়াতাড়ি বিয়েটা ভেঙে গেল, কার দোষে ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। ৯ বছর আগে ইমরান- জেমিমার বিয়ে নিয়েও এমনধারা আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল। সে সময়ই অনেকে বিয়েটাকে 'মিস-ম্যাচ' আখ্যা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এ বিয়ে টিকবে না। ৪২ বছরের মধ্যবয়সী পাত্র আর ২১ বছরের যুবতী পাত্রী। বয়সের বিস্তর ব্যবধানের পাশাপাশি পার্থক্য ছিল দেশ-জাতি-ধর্মেও। ইমরান পাকিস্তানি মুসলমান। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত হলেও পারিবারিকভাবে রক্ষণশীল। অন্যদিকে জেমিমা ব্রিটিশ ইহুদি। পার্টি আর বয়ফ্রেন্ডের উদ্দাম জীবনে অভ্যস্ত। দুজনের বিবাহ পূর্ব পরিচয়টাও খুব একটা বেশি সময়ের নয়। প্যারিসে বাগদান হবার মাত্র তিনমাস আগে দু'জনের পরিচয়।

পাকিস্তানে ইমরানের সে সময় গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা। অনেকেই আফসোস করেছিলেন এই বলে যে, ইমরান জীবনসঙ্গী হিসেবে

একজন স্বদেশীকে বেছে নিতে পারলেন না। জনপ্রিয়তার কারণে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নাকি ব্রিটিশ এলিট গোল্ডস্মিথের বিপুল বিত্ত এবং ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে সখ্য ইমরানকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেছিল বলা মুশকিল। স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই যুগলের দিকে নজর ছিল সবার। বিয়ে-বিচ্ছেদের পর ইমরানের ঘনিষ্ঠদের অনেকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে। ইমরানের এক বোনও বলেছেন একই কথা। তার মতে, পশ্চিমে বড় হওয়া কোনো পাকিস্তানি মেয়ের পক্ষেই যেখানে পাকিস্তানে বাস করাটা সম্ভব হয় না, সেখানে সম্পূর্ণ পশ্চিমে মানুষ হওয়া একজন পশ্চিমার পক্ষে কিভাবে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করা সম্ভব?

ইমরান নিজে দুষেছেন রাজনীতিকে। ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া ইমরান এখন এমপি। 'তেহরিক-ই ইনসাফ' পার্টির চেয়ারম্যান। এছাড়া, একটি ক্যান্সার ও দুটি শিশু হাসপাতাল নিয়েও ইমরান ব্যস্ত। পার্টির দপ্তরে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে ইমরান নিজেই বলেছেন, গত নয় বছরে জেমিমা পাকিস্তানি জীবনধারায় নিজেকে মানিয়ে নিতে যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক জীবনের জন্য জেমিমার কাজটা কঠিন হয়ে পড়েছিল। বন্ধুদের কাছে ইমরান স্বীকার করেছেন, তার পক্ষে যেমন লন্ডনে সেটল করা অসম্ভব, তেমনি জেমিমার পক্ষে পাকিস্তানে বাস করাও সম্ভব নয়। মাঝামাঝি কোনো সুযোগ খালি নেই। তার পক্ষে 'দু' নৌকায়' পা রেখে চলা অসম্ভব- ইমরান নাকি বন্ধুদের একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ঝাপটার প্রায় সবটাই গেলো জেমিমার ওপর দিয়ে। শুরু থেকেই পুরোটা চাপ তাকেই সইতে হয়েছে। ইহুদি বংশপরিচয় নিয়ে পাকিস্তানি প্রেসের সমালোচনা শুনতে হয়েছে। অথচ ধর্ম পাল্টে হাইকা নাম নিয়েছিলেন। লন্ডনের পার্টি লাইফ ছেড়ে ইমরানের পরিবারের সঙ্গে বাস করছিলেন। উর্দু শিখেছেন। ইমরানের দুই সন্তানের মা হয়েছেন। এছাড়া মাঝখানে কথা উঠেছিল, জেমিমা পাকিস্তান থেকে পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ লন্ডনে পাচার করছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে বিতর্কিত লেখক সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস' নেয়ার কারণেও তাকে সমালোচিত হতে হয়। সমালোচনার জবাব দিতে, জেমিমা পেশওয়ারের আফগান শরণার্থী শিবিরে শিশুদের নিয়ে কাজ করেছেন। স্বামীর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে উর্দুতে ভাষণও দিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি ব্যাপারটি ঠিক পরিষ্কার নয়। অন্তত জেমিমার তরফ থেকে। প্রচুর পশ্চিমা নারী বিয়েশাদী করে পাকিস্তানে থিতু হয়েছেন এমন উদাহরণ আছে। ইমরানের এক বন্ধু ইউসুফ সালাউদ্দিন জানাচ্ছেন, জেমিমা এখানে

শীর্ষদশ

ব্যয়বহুল বিচ্ছেদ

১. রুপার্ট ও অ্যানা মারডক
ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা

রুপার্ট মারডক নিউজ কর্পকে সামান্য একটি পত্রিকা থেকে বিশ্বব্যাপী মিডিয়া সাম্রাজ্যে পরিণত করেছেন। ৬০-এর দশকে বিয়ে করেছিলেন অ্যানাকে। ৩২ বছর সংসার করার পর দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটে। '৯৮ সালে বেশ নীরবেই ডিভোর্স হয়ে গেলেও সমস্যা বাধে যখন রুপার্ট নিউজ কর্পের পরিচালনা পর্ষদ থেকে অ্যানাকে সরিয়ে দিতে যান। '৯৯ সালের জুনে রুপার্ট অ্যানাকে সম্পত্তির ১৭০০ কোটি ডলার দিয়ে বিদায় করেন। এর মধ্যে ৬৬০ কোটি টাকা দেন নগদে। এর ১৭ দিন পরেই মারডক বিয়ে করেন ওয়েন্ডি দেং নামে এক কর্মচারীকে।

২. আদনান ও সুরাইয়া খাশুগি
ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৫২৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা

সৌদি ব্যবসায়ী আদনান খাশুগি সৌদি পরিবারের আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী। সারা দুনিয়ার অসংখ্য ব্যাংক, হোটেল, বিয়েল এস্টেটের মালিক। ১৯৮৬ সালে তার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪০০০ কোটি ডলার।

'৬১ সালে বিয়ে করেছিলেন সুরাইয়াকে। পরবর্তীতে জানা যায়, দু'জনেরই অনেকগুলো অবৈধ সম্পর্ক ছিল। দু'জনেই একবার ট্যাবলয়েডের শিরোনাম হন যখন জানা যায়, তাদের কন্যা পেট্রিনা খাশুগির আসল পিতা যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী জোনাথন অ্যাটকিন। '৮২ সালে বিচ্ছেদ ঘটে এই বহুল আলোচিত জুটির।

৩. ক্রেগ ও ওয়েন্ডি ম্যাক'ক
ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ২৭৬ কোটি টাকা

স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন সেলুলার পাইওনিয়র ক্রেগ এবং ওয়েন্ডির পরিচয়। দুজনেই ইতিহাসের ছাত্র। দুজনেই '৭৪ সালে পাস এবং বিয়ে করেন। ওয়েন্ডি হন ক্রেগের শিক্ষক।

ক্রেগ সস্তা সেলুলার ফোনের সম্পদ কিনে নিয়ে ১৯৯৪ সালে এটিএন্ডটির কাছে ১১৫০ কোটি ডলারে বিক্রি করে দেন। এক বছর পরেই ক্রেগ-ওয়েন্ডির বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদ মামলায় সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় ক্রেগের বৃদ্ধা মা থেকে শুরু করে মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটসকে। অবশেষে ২৭৬ কোটি টাকায় মামলার নিষ্পত্তি ঘটে।

৪. নিল ডায়মন্ড ও মার্সিয়া মারফি
ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৯০ কোটি টাকা

ব্লুজ গায়ক ডায়মন্ডকে মনে করা হতো এমন একজন মানুষ, যিনি কোনো ভুল করতে পারেন না। কিন্তু ১৯৬৯ সালে স্ত্রী জে পসনারকে এক প্যাকেট সিগারেট আনার কথা বলে সেই যে বাড়ি থেকে বেরুলেন, আর ফিরলেন না। যার জন্য ঘর ছাড়লেন, তিনি টিভি প্রযোজক মার্সিয়া মারফি। দুজন বিয়ে করেন ১৯৬৯ সালের ৪ ডিসেম্বর। ডিভোর্স নিয়ে একটা বিখ্যাত গানও গেয়ে ফেলেন ডায়মন্ড- 'হার্টিং, ইউ ডোন্ট কাম ইজি'। বিশ্বব্যাপী ১০ কোটি রেকর্ড বিক্রির রেকর্ডধারী ডায়মন্ডকে বিয়ের ২৫ বছরের মাথায় তালাক দেন মার্সিয়া। ডায়মন্ডও পরিশোধ করেন রেকর্ড পরিমাণ টাকা।

৫. স্টিফেন স্পিলবার্গ ও এমি অরভিং
ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৬০ কোটি টাকা

চলচ্চিত্র নির্মাণে ট্রেন্ডসেটার পরিচালক স্পিলবার্গ সেলিব্রেটি ডিভোর্সেও নতুন ট্রেন্ড চালু করেন। স্পিলবার্গ এবং অরভিংয়ের পরিচয় '৭৯ সালে।

প্রায়ই এমোএবিক ডিসেন্ট্রিতে ভুগতেন। কিন্তু পাকিস্তান ছাড়ার এটাই একমাত্র কারণ, সেটা বোধগম্য নয়। ইমরান-জেমিমার দাম্পত্য জীবন নিয়ে কাজ করা সাংবাদিক শেহার আলীর মতে, দুজনের বয়সের পার্থক্য বিচ্ছেদের একটা বড় কারণ। ইমরানের পঞ্চাশ আর জেমিমার মাত্র ত্রিশ। এ বয়সের যে কোনো নারী জীবন থেকে আরও বেশি কিছু চায়।

নয় বছর আগে সাংবাদিকরা জেমিমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইমরানকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা খুব ত্বরিত হয়ে গেল কি না। জেমিমার উত্তর ছিল, বিয়ে হচ্ছে এক ধরনের 'জুয়া'। বিচ্ছেদটা কোনো পশ্চিমী ছেলের সঙ্গেও হতে পারে। ইমরানের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি ইসলাম, পাকিস্তান ও ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়েছেন, জেনেছেন এবং বিশ্বাসস্থাপন করেছেন। এরপর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেমিমার গোড়ায় গলদ ছিল মানতে হবে। বয়স কম থাকার কারণেই হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছিলেন। কিন্তু জেমিমা কি বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন? জেমিমার পরিবার জানাচ্ছে, ইমরানের সিদ্ধান্তে জেমিমা অবাক হয়েছেন। বিশ্বাস করতে পারেননি ব্যাপারটি এমন হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, গত এক বছরেরও বেশি সময় জেমিমা দুই ছেলে সুলায়মান ও কাশেমকে নিয়ে লন্ডনে ফুলহ্যামে ১৫ লাখ পাউন্ডে কেনা নতুন বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। ইমরানের বোনের কথামত, দুজনার বিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি ব্যক্তিগত। কিন্তু বেশ কিছু অনুঘটকের নামও শোনা যাচ্ছে। একজন সিতা হোয়াইট। অপরজন হিউ গ্রান্ট।

ছাত্র ও খেলোয়াড়ি জীবনে ইমরানের লাইফস্টাইল ছিল উদ্দাম। অসংখ্য নারীর সঙ্গে ছিল সম্পর্ক। '৮০ দশকে ভারতে খেলতে এসে কোলকাতার ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ শেষে উধাও হয়ে যাওয়া এবং পরে অভিনেত্রী মুনমুন সেনের সঙ্গে হোটেলে আবিষ্কার হওয়ার ঘটনা সবার জানা। সিতা হোয়াইট এদেরই একজন। এই মার্কিনির সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন ইমরান। সম্প্রতি সিতা হোয়াইট তার এক কন্যার পিতৃত্ব দাবি করে আদালতে ইমরানের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছিলেন। অবশেষে ইমরান বাধ্য হন সিতার কন্যার পিতৃত্ব মেনে নিতে। ইমরানের তুলনায় জেমিমার চরিত্র অনেকটাই কলঙ্কমুক্ত। অন্তত এতকাল তাই ছিল। শুধু উদ্দাম পার্টিপ্রীতি ছাড়া। কিন্তু গত সাত মাস ধরে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডগুলো জেমিমা এবং ব্রিটিশ অভিনেতা হিউ গ্রান্টের রমরমা কাহিনী প্রকাশ করছে। লন্ডনের বাইরে দুজনে রাতের পর রাত একত্রে কাটাচ্ছেন এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে। ইমরানের চেয়ে বয়সে তরুণ এই অভিনেতা যে ইমরানকে বোল্ড করে দিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এক সন্তান হবার পর বিয়ে করেন '৮৫তে। '৮৯তে ঘটে বিচ্ছেদ। নিজের ছবি 'ইন্ডিয়ানা জোনসের' নায়িকা কেট ক্যাপশ'র প্রেমে পড়েন স্পিলবার্গ। বিয়েও করেন। স্পিলবার্গ-অরভিং ডিভোর্স প্রথমবারের মতো ১০০ মিলিয়ন ডলারে নিষ্পত্তি ঘটে।

৬. কেভিন কস্টনার ও সিন্ডি সিলভা

ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৪৮ কোটি টাকা

ব্লকবাস্টার হিরো কেভিনের সঙ্গে সিন্ডির পরিচয় ছাত্রাবস্থায় ফুলারটনের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিয়ে হয় '৭৮ সালে। ট্যাবলয়েডগুলো কেভিনের চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুললেও রেস্টুরেন্টের মালিক সিন্ডি সব সময় স্বামীর পক্ষ নিয়েছেন। কিন্তু '৯৪ সালে দু'জনের ১৬ বছরের সম্পর্কে ইতি ঘটে। গোপনে নিষ্পত্তি ঘটে বিয়ের।

৭. ক্যানি ও ম্যারিঅ্যান রজার্স

ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৩৬ কোটি টাকা

বেশ কবার বিয়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পপ সুপারস্টার ক্যানি যখন খন্ডকালীন অভিনেত্রী ম্যারিঅ্যানের সঙ্গে মিলিত হন, তখন তার খ্যাতি গগনস্পর্শী। ক্যানি চতুর্থবারের মতো বিয়ে করেন '৭৭ সালে। একটা সন্তানও হয়। '৯৩ সালে হয় ছাড়াছাড়ি। স্বেচ্ছায় ম্যারিঅ্যানকে ৩৬ কোটি টাকা দেন ক্যানি। বলেন, এর প্রতিটি পাই ম্যারির প্রাপ্য। ক্যানির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার বেশি।

৮. জেমস ক্যামেরন ও লিন্ডা হ্যামিল্টন

ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ৩০ কোটি টাকা

হলিউডে একাধিক ডিভোর্সের জন্য আলোচিত টাইটানিকের পরিচালক। তাই বিয়ের ১৭ মাসের মাথায় লিন্ডা যখন ক্যামেরনকে ডিভোর্স লেটার পাঠান, তাকে বলতে হয়নি লেটারের কোন স্থানে স্বাক্ষরটি বসাতে হবে। কাজটি ৪৪ বছর বয়সী ক্যামেরন ততদিনে কয়েকবার করে ফেলেছেন। ক্যামেরন পঞ্চমবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ২০০০ সালের ৪ জুন। পাত্রী অভিনেত্রী সুজি এ্যামিস।

৯. মাইকেল ও দিয়ান্দ্রা ডগলাস

ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ২৭ কোটি টাকা

একাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মাইকেল ডগলাসের সঙ্গে দিয়ান্দ্রার পরিচয় ১৯৭৭ সালে। ডগলাস সবেমাত্র হলিউডে পা রেখেছেন। দিয়ান্দ্রা ছিলেন ডকুমেন্টারি প্রযোজক এবং পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠানের মালিক। বিয়ের ২০ বছর পর দিয়ান্দ্রা ডিভোর্স দেন ডগলাসকে। অভিযোগ তোলেন, ডগলাস তার সঙ্গে প্রেমের ভান করেছেন মাত্র। দুই বছর সমঝোতা চেষ্টার পর ডগলাস ছেড়ে দেন দিয়ান্দ্রাকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। এর পরপরই বিয়ে করেন লাস্যময়ী অভিনেত্রী ক্যাথরিন জিটা জোনসকে।

১০. টেড ড্যানসন ও ক্যাসি কোটস

ডিভোর্স নিষ্পত্তি : ১৮ কোটি টাকা

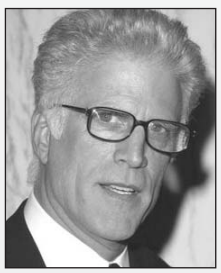

এনবিসি'র জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চিয়ার্স'-এ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন টেড। ক্যাসি ছিলেন ডিজাইনার। '৭৬-এ দুজনের পরিচয়। টেডের চেয়ে ১০ বছরের বড় ক্যাসি ১৯৭৯ সালে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে স্ট্রোক করেন। শরীরের অংশবিশেষ অবশ হয়ে যায়। তাকে সুস্থ করে তুলতে টেড অভিনয় থেকে ছয় মাসের ছুটি নেন। কিন্তু ১৫ বছরের দাম্পত্য এবং দু সন্তানের পর টেড হাল ছাড়েন। 'মেড ইন আমেরিকা'য় কাজ করার সময় তার সম্পর্ক হয় হুপি গোল্ডবার্গের সঙ্গে।

মোস্ ফা রাশেদ